দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 08 MAY 1994 পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

55

কম্পিউটার পদ্ধতি ॥ শিক্ষক ধর্মঘট॥ পরীক্ষার্থীদের দ্বৈত বিড়ম্বনা

'যেখানে গোড়ায় বিচ্ছেদ সেখানে আগায় জল ঢেলে গাছকে চিরদিন তাজা রাখা অসম্ভব। আমাদের মিলিত হতে হবে সেই গোড়ায়, নইলে কিছুতে কল্যাণ নাই।....নানা উপলক্ষে এবং বিনা উপলক্ষে সর্বদা আমাদের পরস্পরের সঙ্গ ও সাক্ষাৎ আলাপ চাই। যদি আমরা পাশাপাশি চলি, কাছাকাছি আসি, তা হলেই দেখতে পাব, মানুষ বলেই মানুষকে আপন করা সহজ।.... পরস্পরকে দূরে না রাখলেই সে মিল আপনিই সহজ হতে পারবে।.... বাংলাদেশে আমরা আছি জতুগৃহে, আগুন লাগাতে বেশিক্ষণ লাগে না।'

আজ পচিশে বৈশাখে রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে, এতকাল পরও তাঁর এ উক্তি যখন স্মরণ করছি তখন সমাজের চার দিকেই অমিল আর বিদ্বেষের লেলিহান শিখা জ্বলন্ত। শিক্ষক ধর্মঘট, সংসদ বয়কট ইত্যাকার দূরত্ব গোটা জাতির নাভিশ্বাস তুলছে। কঠিন মূল্য দিতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে, কোমলপ্রাণ নবীন শিক্ষার্থীদেরকে। কোন পক্ষই মিলন প্রত্যাশী বলে মনে হয় না। না শিক্ষক-শিক্ষা মন্ত্রণালয়, না সরকারী দল-বিরোধী দল। ফলে সংসদের অধিবেশন শুরু হয়েছে, বিরোধী দল নেই সংসদে; এসএসসি পরীক্ষা চলছে-পরীক্ষা কেন্দ্রে নেই বেসরকারী স্কুলের শিক্ষকগণ। এই অচলাবস্থার মধ্যে মাথা কুটে মরছে মানবপ্রেমী রবীন্দ্রনাথের মিলন-মৈত্রীর বাণী—এই বাংলাদেশে-জতুগৃহে। শিক্ষকদের মধ্যেও নেই ঐক্য। ফলে একদল সরকারের সঙ্গে আঁতাত করছেন অন্য দল 'সন্ত্রাসী' হিসাবে অভিযুক্ত হয়ে সন্ত্রাস দমন আইনের আসামী হয়েছেন, পড়ছেন সরকারের রোষানলে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, কেন্দ্রীয় শিক্ষক সংগ্রাম লিয়াজোঁ কমিটির ৫০০ শিক্ষকের বিরুদ্ধে এসএসসি পরীক্ষা বর্জন-কর্মসূচী অব্যাহত রাখায় সরকার সন্ত্রাস দমন আইনে মামলা করেছে বলে পত্রিকান্তরে খবর পাওয়া গেছে। শিক্ষক নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করেছেন যে, সরকার ধর্মঘটী শিক্ষকদের হয়রানি করার জন্যই এ ধরনের মামলা দায়ের করেছে। এদিকে গত বৃহস্পতিবার এক সরকারী তথ্য বিবরণীতে জানানো হয়েছে যে, ধর্মঘটী শিক্ষক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের আলোচনার প্রেক্ষিতে এসএসসি পরীক্ষানুষ্ঠানের স্বার্থে শিক্ষক নেতৃবৃন্দ ধর্মঘট প্রত্যাহার করতে সম্মত হয়েছেন এবং ৭ মে থেকে তাঁরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগ দেবেন। অন্যদিকে লিয়াজোঁ কমিটি আন্দোলন অব্যাহত রাখার কথা জানিয়েছে।

যা-ই হোক শিক্ষক ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে অভিভাবক এবং এসএসসি পরীক্ষার্থীদের মধ্যে যে উদ্বেগ ও হতাশার সৃষ্টি হয়েছে, তার দায় সরকার কিংবা শিক্ষক—কোন পক্ষই এড়াতে পারেন না। সরকার যদি ধর্মঘটী শিক্ষকদের সঙ্গে একটা আপোসরফায় আসবেনই-তা হলে এতো দেরি করে কেন? কেন তা ২ মে পরীক্ষা শুরুর আগে নয়। ইতোমধ্যে বাংলা প্রথম ও দ্বিতীয় পত্রের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। এই দু'টি পত্রের পরীক্ষা নিয়েছেন সরকারী স্কুল ও কলেজের শিক্ষকবৃন্দ। দেশের চারটি বোর্ডের প্রায় ৭ লাখ পরীক্ষার্থী ঐ দু'টি বিষয়ের পরীক্ষায় চরম নাকানী চুবানি খেয়েছে নতুন পদ্ধতিতে পরীক্ষার খাতার উপরিভাগ পূর্ণ করতে গিয়ে। কম্পিউটারে খাতা দেখার ব্যবস্থা এ বছরই প্রথম চালু করা হয়েছে। ফলে পরীক্ষার খাতার প্রথম পৃষ্ঠায় রোল নম্বর, বিষয়, রেজিস্ট্রেশন নম্বর, প্রশ্নের সেটের সংকেত ইত্যাদি পূরণ করতে হয়েছে অংকের কোডে শূন্যবৃত্ত পূরণ করে। আর এই নতুন পদ্ধতির পরীক্ষা গ্রহণের জন্য সরকারী-বেসরকারী স্কুলের শিক্ষকদের কয়েক মাস আগে প্রশিক্ষণও দেয়া হয়েছে। কথা ছিল তাঁরা পরীক্ষা কেন্দ্রে এসএসসি পরীক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দেবেন কেমন করে পূরণ করতে হবে ঐসব বৃত্ত কোড। কোন পরীক্ষার্থী যাতে ভুল না করে, সে ব্যাপারেও তাঁরা রাখবেন সতর্ক ও সজাগ দৃষ্টি।

কিন্তু পরীক্ষা সামনে রেখে শিক্ষক ধর্মঘট শুরু হওয়ায় ঐ পরিকল্পনা অনেকটাই ব্যর্থ হয়েছে। যেসব কলেজ শিক্ষক অগত্যা পরীক্ষা নেয়ার কাজে নিয়োজিত হয়েছেন, তাঁরা পরীক্ষার্থীদের নির্দেশনা দিতে ব্যর্থ হয়েছেন বলে পরীক্ষার্থীরা

নাসির আহমেদ

অভিযোগ করেছে। এমনকি পত্রপত্রিকায় লিখে অভিযোগ করেছে কেউ কেউ। চিঠিপত্র বিভাগেও আবেদন জানিয়েছে পরীক্ষার্থীদের কেউ কেউ যাতে তাদের খাতা মূল্যায়ন করা হয়। অভিযোগ আছে যে, পরীক্ষার হলে সর্বত্র শিক্ষকগণ পরীক্ষার্থীদের বৃত্ত পূরণের জন্য যথাযথ নির্দেশনাও দেননি। শিক্ষকস্বল্পতাসহ নানা কারণে হলের পরিস্থিতি ছিল পরীক্ষার্থীদের প্রতিকূলে। অনভিজ্ঞ শিক্ষকরা চেক করে দেখেননি ঠিকমত তারা কম্পিউটারিং কোড পূরণ করতে পেরেছে, নাকি ভুল বৃত্ত পূরণ করেছে। এমনি এক পরীক্ষার্থিনী এবং তার উদ্বিগ্ন অভিভাবক এসেছিলেন জনকণ্ঠ অফিসে। অভিভাবক জানালেন, তাঁর মেয়েটি অত্যন্ত মেধাবী। পরীক্ষাও ভাল দিয়েছে। কিন্তু সে খাতার কভারে প্রশ্নের সেট 'খ'-এর স্থলে 'ক'-এর বৃত্ত পূরণ করেছে। নির্দেশনার অভাব এবং এ বিষয়ে অজ্ঞতার কারণে সে বাংলা প্রথমপত্রের বিষয় কোডও পূরণ করেনি। শুধু সে নয়, তার মতো অন্তত ৩০/৪০টি মেয়ে অর্থাৎ ঐ হলের যে কক্ষে তারা পরীক্ষা দিয়েছে কেউই তা পূরণ করেনি। উল্লেখ্য, কেন্দ্রটি ছিল একটি সরকারী কলেজে এবং পরীক্ষা নিয়েছিলেন ঐ কলেজেরই শিক্ষকবৃন্দ। তাঁরা এ বিষয়ে যথাযথ নির্দেশ দেননি বা খাতা ঠিকমত ফিলাপ করেছে কি না তাও দেখেননি।

ঐ অভিভাবক এবং পরীক্ষার্থিনীকে বোর্ডের কন্ট্রোলারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেছিলাম। জানা গেছে, এই ভুল সংশোধনের আবেদনপত্র নিয়ে ঢাকা বোর্ডের কন্ট্রোলার সাহেবের কাছে গেলে তিনি আবেদনপত্র নাকি গ্রহণ করেননি। বলেছেন, অসুবিধা হবে না।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, যেখানে বিষয়টি সম্পূর্ণ কম্পিউটার-নির্ভর, সেখানে যে কম্পিউটার 'খ' সেটের ব্যবস্থাপনায় সজ্জিত তার কাছ থেকে ভুলক্রমে 'ক' সেট চিহ্নিত খাতার সঠিক মূল্যায়নে কেন অসুবিধা হবে না, তাতো বোধগম্য নয়। অথচ পরিষ্কার নির্দেশনা ছিল যে, কোড চিহ্ন পূরণে কোন রকম ভুল হলে সে খাতা কম্পিউটার মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ হবে। সুতরাং শিক্ষার্থীরা যেন সঠিকভাবে 'কোড' পূরণ করে। ভুল কোডে চিহ্নিত খাতার মূল্যায়ন করা হবে না।

বোর্ড কর্তৃপক্ষ হয়তো বলবেন, এ বিষয়ের নির্দেশনা টেলিভিশনে দেয়া হয়েছে, শিক্ষকদের অনেক আগেই বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো- বাংলাদেশের ৬৮ হাজার গ্রামের কতজন পরীক্ষার্থী টেলিভিশনের আওতাধীন? খোদ ঢাকা মহানগরীতেই যখন নির্দেশনার অভাবে শিক্ষার্থীরা কোড পূরণে ভুল করেছে তা হলে গ্রামের অবস্থাটা কি? আর কলেজ শিক্ষকদের তো পূর্ব প্রশিক্ষণও বা কতটুকু? অগত্যা যখন তাঁদের পরীক্ষা গ্রহণ কাজে নিয়োজিত করাই হলো তখন তাঁদের সংক্ষিপ্ত সময়ে কম্পিউটার কোড পদ্ধতি কতটা বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে আর তাঁরা তা কতটাই বা পরীক্ষা কেন্দ্রে কার্যকর করতে সক্ষম হয়েছেন—কর্তৃপক্ষকে ভেবে দেখার অনুরোধ রইলো।

পরিসংখ্যান নিলে হয়তো দেখা যাবে চলতি এসএসসি পরীক্ষায় কম্পিউটার পদ্ধতির কোড পূরণ করতে গিয়ে অন্তত কয়েক হাজার পরীক্ষার্থী অনুরূপ ভুলের শিকার হয়েছে। এদের বাকি পরীক্ষাগুলো যে উদ্বেগ আর আতঙ্কে খারাপ হবে, সে কথা বলাই বাহুল্য। এ বিষয়ে অবিলম্বে বোর্ড কর্তৃপক্ষের বক্তব্য পরীক্ষার্থীদের জানানো উচিত। এ ধরনের টেকনিক্যাল ভুল যারা ইতোমধ্যে করে ফেলেছে, তাদের খাতা কিভাবে মূল্যায়ন হবে, ভুল সংশোধন করারই বা কি ব্যবস্থা নেয়া হবে- সে বিষয়ে কর্তৃপক্ষের বক্তব্য এ মুহূর্তে অত্যন্ত জরুরী বলে আমরা মনে করি।

এ প্রসঙ্গে একটা কথা বলতে চাই, বোর্ড কর্তৃপক্ষকে এ বাস্তবতা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, এই প্রথম বারের মতো এরকম একটি জটিল পদ্ধতির মুখোমুখি হয়েছে কিশোর-কিশোরী এই পরীক্ষার্থীরা। দ্বিতীয়ত শিক্ষক ধর্মঘট ছিল সুষ্ঠু পরীক্ষা অনুষ্ঠানের পথে মারাত্মক অন্তরায়। সুতরাং সৃষ্ট জটিলতা নিরসনে সর্বাত্মক উদার নীতিই কাম্য। মনে রাখা দরকার যে, প্রযুক্তি মানুষের কর্মপন্থাকে সহজ করার জন্যই এসেছে, জটিল করার জন্য নয়। প্রযুক্তির ব্যবহার যুগের দাবি—তার অগ্রযাত্রা আমরাও চাই। কিন্তু প্রযুক্তির ব্যবহার প্রচলন করতে গিয়ে যেন অনাহুত মানসিক যন্ত্রণা সৃষ্টি না হয় তাও গুরুত্বের সঙ্গে দেখা জরুরী।

সৃষ্ট এই জটিলতার নিরসনে হয়তো কর্তৃপক্ষ একটা উপায় উদ্ভাবন করবেন; কিন্তু ধর্মঘটী শিক্ষক এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মধ্যে যে অচলাবস্থা প্রত্যক্ষ করতে হলো তার পুনরাবৃত্তি কারও কাম্য নয়। সরকার যদি ধর্মঘটী শিক্ষকদের একাংশকে 'সন্ত্রাস দমন আইনে' আসামী করে মামলা করে ভেবে থাকে যে, এঁদের 'সন্ত্রাসী' হিসাবে চিহ্নিত করা যাবে- সেটা যেমন অদূরদর্শিতার পরিচায়ক, তেমনি শিক্ষকদেরও ধারণা পাল্টাতে হবে। তাঁদেরই সন্তানতুল্য কোমলমতি শিক্ষার্থীদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষায় তাদের জিম্মি করে দাবি আদায় করবেন-- তা হবে নিন্দনীয়। দু'পক্ষকেই তাঁদের অবস্থান বিবেচনা করতে হবে। আজ হয়তো সেই প্রাচীন বাংলার গুরুগৃহ নেই, নেই ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের নিবিড়তম স্নেহ-শ্রদ্ধার কিংবদন্তিতুল্য সম্পর্ক—কিন্তু এতটা অবক্ষয়ও ঘটেনি যে, শিক্ষকগণ তাঁদের ছাত্রদের অমঙ্গল চাইতে পারেন। এ প্রসঙ্গে আবারও স্মরণ করতে হয় রবীন্দ্রনাথেরই উক্তি। তিনি শিক্ষক আর ছাত্রের মধুর সম্পর্ক প্রত্যাশা করেছিলেন, চেয়েছিলেন দূর অতীতের তপোবনের মতো জীবন আর প্রকৃতির সম্মিলন ক্ষেত্রে কর্ম আর আদর্শের শিক্ষা প্রতিষ্ঠা করতে। যে কারণে শান্তিনিকেতন, শিক্ষাসত্র ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'গুরু যিনি হবেন, তাঁকে হতে হবে সজীব প্রাণের মানুষ। গুরুর অন্তরে ছেলেমানুষটি যদি একেবারে শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায় তা হলে তিনি ছেলেদের ভার নেবার অযোগ্য হন। শুধু সামীপ্যে নয় উভয়ের মধ্যে প্রকৃতিগত সাযুজ্য ও সাদৃশ্য থাকা চাই। নইলে দেনা-পাওনার নাড়ীর যোগ থাকে না।'

আজকের অর্থনৈতিক বাস্তবতায় শিক্ষকের মন হয়তো সেই তপোবনের গুরুর মতো রাখাও সম্ভব নয়, কিন্তু অবস্থাটা শিক্ষকের চিরন্তন আদর্শ বিসর্জনের মতোও তো নয়। শিক্ষকদের ভূমিকা এবং গুরুত্বটা যেমন রাষ্ট্রের বোঝা চাই, তেমনি শিক্ষককেও বুঝতে হবে সামাজিক বাস্তবতা এবং তাঁর মহান দায়িত্বের গুরুত্ব। তা হলেই দু'পক্ষের মিলন সম্ভব। এ সত্যটা রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কেবল অনুধাবন করার মতো সদিচ্ছাটাই প্রয়োজন।